গ্রুপ আই

৩

০

সদর্পণ
সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

গ্রুপ কে

৫

০

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ১০, ইংরিজি ২০২৬, জুন ২৪

দুর্বল বর্ষার আশঙ্কা

আগাম প্রস্তুতি নিয়ে নামছে কেন্দ্র

২৩ জুন : চলতি বছরে এল নিনোর প্রভাবে দুর্বল মৌসুমি বায়ু ও অনিশ্চিত বর্ষার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে কৃষি, জলসম্পদ ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী, জেলা শাসক, ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি), ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর) এবং আইসিএআর-ক্রিডা-র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। একই সময়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসাগর তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র (ইনকয়েস) এল নিনো সংক্রান্ত বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করে কৃষি ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সতর্কবার্তা জারি করেছে।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান জানান, এ বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতি উল্লেখযোগ্যভাবে বিলম্বিত হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ কম। দুর্বল বর্ষার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দেশের ৩১৫টি জেলাকে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১১টি জেলাকে উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকা হিসেবে রাখা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, বিহার, ঝাড়খণ্ড, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার একাধিক জেলা এই তালিকায় রয়েছে।

সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইসিএআর ও আইসিএআর-ক্রিডা সমস্ত জেলার জন্য কৃষি বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। কম জল প্রয়োজনীয় ও স্বল্পমেয়াদি ফসল, ফসল বৈচিত্র্য, আন্তঃফসল চাষ এবং বিকল্প আয়ের উৎসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ডালশস্য ও তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য পুনর্বপনের জন্য অতিরিক্ত বীজ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও পিএম-কিষাণ প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে কেন্দ্র।

এদিকে, ইনকয়েসের প্রকাশিত বিশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, চলতি এল নিনো পরিস্থিতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং ২০২৬ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে তা সর্বোচ্চ তীব্রতায় পৌঁছতে পারে। এর ফলে আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকবে। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর-সহ উত্তর ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র তাপীয় চাপের মুখে পড়তে পারে। প্রবাল প্রাচীরের বিবর্ণতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ এবং সার্ডিন ও ম্যাকারেলের মতো মাছের উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

বঙ্গোপসাগরে বর্ষাকালে উত্তাল সমুদ্র পরিস্থিতির কারণে পূর্ব উপকূলে ক্ষয় ও প্লাবনের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলেও সতর্ক করেছে ইনকয়েস। অন্যদিকে পশ্চিম উপকূলে তুলনামূলক শান্ত সমুদ্র পরিস্থিতি বিভিন্ন সামুদ্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, জল সংরক্ষণ, ফসল বৈচিত্র্য, আর্থিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এল নিনোর সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবিলা করা সম্ভব। কৃষি, মৎস্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্তরে ‘এল নিনো মনিটরিং সেল’ এবং ‘ক্রপ ওয়েদার ওয়াচ গ্রুপ’ গঠন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করছেন, মালদার ভূমিপুত্র অশোক হালদার

পারমাণবিক পরিদর্শনে সম্মতির দাবি ট্রাম্পের

হরমুজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বার্তা তেহরানের

২৩ জুন : ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে মতপার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-র পরিদর্শকদের ফের দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে “সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত” সম্মতি জানিয়েছে। তবে ট্রাম্পের এই দাবির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তেহরান জানিয়ে দেয়, ইরানের বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলিতে আইএইএ পরিদর্শকদের ফেরানোর কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে তাদের নেই। এর আগে সোমবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিদর্শক দল চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ইরানে ফিরতে পারে। যদিও মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেন, পরিদর্শকদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো নেই। এদিকে, ইরানের প্রধান আলোচক রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী আর কখনও যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরবে না। তাঁর দাবি, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে ইরান। যদিও তিনি স্পষ্ট করেননি, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অর্থ কী ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও সোমবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামুদ্রিক নজরদারি সংস্থা ক্লেপলারের তথ্য অনুযায়ী, ওইদিন ৩৫টি বাণিজ্যিক জাহাজ প্রণালী অতিক্রম করেছে, যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সর্বাধিক। তবে যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা এখনও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বিশ্লেষকদের মতে, নিজেদের অবস্থান গোপন রাখতে বেশ কয়েকটি জাহাজ ট্রান্সপন্ডার বন্ধ রেখেও যাতায়াত করে থাকতে পারে, ফলে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের মতে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব জ্বালানি বাজারেও তার প্রভাব পড়তে পারে। বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেল পরিবহণের উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে তেল আমদানিকারক দেশগুলি। এদিকে, চলতি ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ইরান জাতীয় দলের জন্য প্রবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করল মার্কিন প্রশাসন। মার্কিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তর (ডিএইচএস) জানিয়েছে, শুক্রবার মিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচের দু’দিন আগেই ইরানের দলকে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

২০৩০ এর মধ্যে ১০০ বি ডলারের পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যে কাজ ভারতের

২৩ জুন : বর্তমানে দেশের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে এই রপ্তানিকে ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মঙ্গলবার দিল্লিতে দু’দিনের এক বিভাগীয় শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা করল কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক। কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় এবং সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘ফার্ম টু ফাইবার, ফাইবার টু ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি টু ফ্যাশন এবং ফ্যাশন টু ফরেন’ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সম্মেলনের লক্ষ্য ভারতকে বিশ্ব বস্ত্র শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। গত কয়েক মাস ধরে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, প্রায় ২০০টি জেলার সঙ্গে পরামর্শ এবং পাঁচ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর মতামতের ভিত্তিতে ৩৬টি রাজ্যভিত্তিক এবং ২০০টি জেলা ভিত্তিক রপ্তানি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং জেলা ও ক্লাস্টারভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত বস্ত্র, মূল্য সংযোজন, ব্র্যান্ড গঠন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারের উন্নয়ন ছাড়া নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী তথা বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা এবং বস্ত্র সচিব নীলম শামী রাওও বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, পণ্যের বৈচিত্র্য এবং রাজ্য সরকারগুলির সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মেলনের প্রথম দিনের আলোচনায় লুধিয়ানা, তিরুপ্পুর, সুরাট ও ভাদোহির মতো গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র ক্লাস্টারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তুলাভিত্তিক উৎপাদন থেকে ধীরে ধীরে মানবসৃষ্ট তন্তু (এমএমএফ)-নির্ভর উৎপাদনের দিকে ঝোঁকা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত বস্ত্র, নকশা, ব্র্যান্ডিং, পণ্যের গুণগত মান এবং স্থানীয় উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। সম্মেলনে ঋণ, পরিকাঠামো, লজিস্টিক ব্যবস্থা, পিএম-মিত্র পার্ক, প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রম আইন মেনে চলা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকেও রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সম্মেলন থেকে উঠে আসা সুপারিশের ভিত্তিতে ‘ন্যাশনাল টেক্সটাইল এক্সপোর্ট রোডম্যাপ-২০৩০’ তৈরি করা হবে বলে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক জানিয়েছে। সরকারের আশা, এর মাধ্যমে জেলা ও ক্লাস্টারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও তন্তুশিল্পের গুরুত্বও নতুন করে সামনে এসেছে। রাজ্য বিধানসভায় মঙ্গলবার পেশ হওয়া পূর্ণাঙ্গ বাজেটেও গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্প এবং কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ফাইবার মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের তন্তুশিল্পের বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁত, মুর্শিদাবাদের বালুচরী, মালদার রেশমশিল্প এবং উত্তরবঙ্গের কার্পেট শিল্পকে মূল্য সংযোজন, ব্র্যান্ড নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে কেন্দ্রের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কেন্দ্রের জেলা-ভিত্তিক রপ্তানি কৌশল এবং রাজ্যের শিল্পবান্ধব উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় ঘটলে ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প নতুন গতি পেতে পারে। *-পিআইবি*

TEXTILES SUMMIT 2026

সম্পাদকীয়

অদৃশ্য কর্মী, দৃশ্যমান সাফল্য

প্রতিটি ঘটনার পেছনে থাকে অনেক না বলা কাহিনী। সেই কাহিনীর কিছু অংশ প্রধানমন্ত্রী সোমবার সন্ধ্যেবেলা একটি সর্বভারতীয় চ্যানেলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তুলে ধরেছেন। ২০১৪ সালে দেশে ক্ষমতায় আসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ওপর জনরোষ তীব্র হওয়ায়, কংগ্রেস যে ক্ষমতায় আসবে না তা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছিল, আম আদমি পার্টি। মূলত আন্না আন্দোলনকে সামনে রেখে আম আদমি পার্টি দেশের আপামর জনসাধারণের ভরসা একটু একটু করে অর্জন করছিল। কিন্তু মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি, হয়তো বুঝেছিল, আম আদমি পার্টি ক্ষমতায় এলে, বড়জোর দ্বিতীয় একটি কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। দীর্ঘদিনের প্রশাসক নরেন্দ্র মোদী সময়কে চিনতে যে ভুল করেননি, তার প্রমাণ গোটা দেশবাসী পেয়েছিল, ২০২৩ সালের জুলাই মাসের ১৭ তারিখ। বিজেপি বিরোধিতায় পূর্বতন ইউপিএ-কে সরিয়ে রেখে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তৈরি হয় ইন্ডি অ্যালায়েন্স। কংগ্রেস আমলে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোটে যোগ দেয় আম আদমি পার্টি। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেলে, কেজরি হয়তো দাবি করবেন, বিজেপি নামক রাজনৈতিক বেহেমথকে রুখতেই পুরনো শত্রুর সঙ্গে গাঁটছড়া। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি বা যে আন্দোলনের মাধ্যমে আপের রকেট সদৃশ উত্থান, তা থেকে সরে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় আপের যে কোনও প্রকার চিত্ত বৈকল্য হয়নি, এ তো বলাই বাহুল্য।

ভারত বর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পূর্বের থেকে কিছুটা হলেও ভিন্ন। তার ক্রেডিট যতটা না প্রশাসক হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্য, তুলনায় অনেক বেশি প্রাপ্য তৃণমূল স্তরে লাগাতার কাজ করে চলা বিজেপি কর্মীদের। যাঁদের নাম আঞ্চলিক, ভারতীয় কোনও সংবাদ মাধ্যমেই আলোচিত হয় না। কলোনিয়াল শাসনের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলা একটি জাতি, সাফল্য ও পরাজয়ের দায় অসন্দিগ্ধ চিত্তে রাজনেতার উপরে অর্পণ করে বসে থাকে। তার মনন থেকে হারিয়ে যায়, একক স্বরূপ লাগাতার কাজ করে চলা অসংখ্য নাম জানা, না জানা কর্মীদের কথা। অথচ এই কর্মীরাই যে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পদ। আচ্ছা জাতি নাহয় ভুলতে পারে কর্মীদের কথা। কিন্তু জাতির প্রতিভূ হিসেবে যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় পদ আলো করেন, তাঁরা? লাগাতার পাদপ্রদীপের আলোয় থাকতে থাকতে হয়তো তাঁরাও ভুলে যান। কর্মীদের প্রয়োজন পড়ে ভোটের প্রচারে, মিছিলে। পাওয়ার অপ্টিক্স তৈরির জন্য। ঠিক এখানেই বিজেপির বিজয়রথকে আটকানো অন্য রাজনৈতিক দলের পক্ষে মুশকিলের। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসেই বলেছিলেন, সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। এই মর্মে লাগাতার কাজ করে চলেছে কেন্দ্রে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার। আসলে এই সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাসের মাধ্যমে মোদী একটি বৃহৎ রাজনৈতিক পরিকাঠামো তৈরির দিকে অভিনিবেশ করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সুবিধে সমাজের প্রত্যন্ত শ্রেণির কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পাঁচ বছরেই সফল হয়। এর পরিণতিতে ২০১৯ সালে বিজেপির ভোট শেয়ার বেড়ে যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি পরিবারের জনগণই হয়ে ওঠেন বিজেপির একেকজন তৃণমূল স্তরের কর্মী। যাঁদের কোনও রেজিস্ট্রেশন নেই। নেই প্রথাগত কর্মী হিসেবে কোনও স্বীকৃতি। বিভিন্ন ভোটের আগে এই কর্মীরাই বিজেপির হয়ে প্রচার করেন। মোদীর নেতৃত্বে কেন বিজেপি সরকারকেই প্রয়োজন সেই মর্মে চায়ের দোকানে আলোচনা করেন। পাশের লোকটিকে অনুপ্রেরণা দেন, মোদীকে ভোট দিতে। এলাকার পর এলাকাজুড়ে বাড়তে থাকে বিজেপির ভোট।

এই পদ্ধতি খারাপ নাকি ভালো, তা অনুমান করার সময় এখনও আসেনি। তবে বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার এবং সুবিধাভোগী-ভিত্তিক সমর্থকগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ বিরোধীদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে, তার উত্তর এখনও অধরাই।

ফাস্ট ব্রিডার কর্মসূচিতে গতি

দেশেই তৈরি হবে পারমাণবিক-মানের সোডিয়াম

২৩ জুন : ইউএস-ইরান যুদ্ধ আবহে জীবাশ্ম জ্বালানির অপ্রতুলতা আপামর বিশ্ববাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, বিকল্প শক্তি উৎসের প্রয়োজনীয়তা। উন্নত দেশগুলি পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগালেও, বহুদিন ধরেই দেশজুড়ে পারমাণবিক শক্তি বিকাশের কাজ থমকে ছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে নরেন্দ্র মোদী, দেশে বিকল্প শক্তি উৎসের কাজ ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। ভারত পারমাণবিক শক্তিতে আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাকটর স্থাপনে মনযোগী হয়।

দেশের কালপক্কমে নির্মিত ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাকটর প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সোমবার গুজরাটের ভদোদরায় পরমাণু শক্তি দপ্তরের সচিব তথা পরমাণু শক্তি কমিশনের সভাপতি অজিত কুমার মোহান্তি ভারী জলোৎপাদন দপ্তরের পরিকাঠামোর মধ্যে বহুমুখী ডিউটিরেয়েটেড যৌগ উৎপাদন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। একই সঙ্গে তিনি ২৪ কিলো অ্যাম্পিয়ার প্রোটোটাইপ সোডিয়াম সেলের আনুষ্ঠানিক কমিশনিংও সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরমাণু শক্তি দপ্তরের প্রাক্তন সচিব ও হোমি ভাবা চেয়ার অধ্যাপক কে. এন. ব্যাস, হেভি ওয়াটার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ভি. ভি. এস. এ. প্রসাদ, পরিচালক (অপারেশন ও প্রযুক্তি) কে. ভি. তালে, ভদোদরা পরিকাঠামোর বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নীতেশ মেহতা-সহ পরমাণু শক্তি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, বিজ্ঞানী, এবং ভারী জলোৎপাদন দপ্তরের কর্মীবৃন্দ। উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উচ্চ বিশুদ্ধতাসম্পন্ন ডিউটেরিয়েটেড দ্রাবকের দেশীয় উৎপাদনের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে ভিডিপিপি। একইসঙ্গে, ২৪ কিলোঅ্যাম্পিয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটোটাইপ সোডিয়াম সেলের কমিশনিংয়ের মাধ্যমে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর কর্মসূচির জন্য অপরিহার্য পারমাণবিক-মানের সোডিয়াম, দেশেই কীভাবে উৎপাদন করা যায় তানিয়ে বিগত বছরগুলিতে লাগাতার গবেষণা চালিয়েছে পরমাণু শক্তি দপ্তর। বহুমুখী ডিউটিরেয়েটেড যৌগ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করল ভারত। এই পরিকাঠামো দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে বলে মনে করছে পরমাণু শক্তি দপ্তর। ভারতের তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক কর্মসূচির দ্বিতীয় ধাপে ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাকটর বা দ্রুত প্রজনন চুল্লির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয় এবং একই সঙ্গে ইউরেনিয়াম-২৩৮ বা থোরিয়াম থেকে নতুন জ্বালানিও উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, এই চুল্লি ব্যবহৃত জ্বালানির তুলনায় বেশি পরিমাণে নতুন ফিসাইল মেটেরিয়াল তৈরি করতে পারে। তাই এধরণের রিয়াকটরকে গোটা বিশ্বে ব্রিডার রিয়্যাকটর বলা হয়।

ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাকটরে সাধারণত জলের পরিবর্তে তরল সোডিয়াম শীতলিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে সেই সোডিয়ামে যেকোনও ধরণের অবিশুদ্ধি মিশে থাকলে, তা রিয়্যাকটরের ক্ষতিসাধন করে। শিল্প কারখানায় যে ধরণের সোডিয়াম ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কার্বন, অক্সিজেনসহ একাধিক পদার্থ মিশে থাকে। উলটো দিকে নিউক্লিয়ার গ্রেড সোডিয়ামে অবিশুদ্ধির পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় এর তাপ পরিবহন ক্ষমতা যেমন বেশি, তেমনই নিম্ন চাপে খুব দ্রুত কাজ করতে পারে। ভারতে ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাকটরের সংখ্যা বাড়াতে প্রয়োজন বিপুল নিউক্লিয়ার গ্রেড সোডিয়ামের। এই আবহে বিদেশি সরবরাহ সার্কিটের ওপরে নির্ভর না করে, দেশীয় প্রযুক্তির ওপরেই বাজি ধরছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য উচ্চ বিশুদ্ধতার পারমাণবিক-গ্রেড সোডিয়াম যেমন অপরিহার্য, তেমনই এই সোডিয়াম দেশীয় প্রযুক্তিতে উৎপাদন করার সক্ষমতা ভারতের পারমাণবিক আত্মনির্ভরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। একই সঙ্গে, ইউরেনিয়াম আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদে থোরিয়ামভিত্তিক তৃতীয় পর্যায়ের পারমাণবিক কর্মসূচির ভিত্তি সুদৃঢ় করতেও এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির সন্ধানে পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব যখন বাড়ছে, তখন দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর এই পরিকাঠামো ভারতের কৌশলগত ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই আঙ্গিককে মাথায় রেখেই, আরও বৃহত্তর লক্ষ্যে ঝাঁপাতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিকশিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্য সরকারের।

ভদোদরায় প্রকল্পের উদ্বোধনে পরমাণু কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা *-পিআইবি*

হজযাত্রীদের জন্য এ আই ভিত্তিক পরিষেবা চালু করল কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন : হজ যাত্রীদের জন্য এ আই-ভিত্তিক পরিষেবা চালুর কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর। সোমবার কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, আগামী বছরের হজযাত্রার জন্য আবেদন গ্রহণের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নতুন নীতি অনুযায়ী, হজযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই, প্রয়োজনীয় নথির পরীক্ষণ, বিভিন্ন এমবার্কেশন পয়েন্টে বিমানের আসন বণ্টনের চাহিদা নির্ধারণ এবং অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু করা হবে। এর ফলে হজযাত্রীদের আবেদন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সহজ হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কথোপকথনভিত্তিক এআই পরিষেবার ওপর। প্রস্তাবিত এই পরিষেবার মাধ্যমে হজযাত্রীরা হিন্দি, উর্দু ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ২৪ ঘণ্টা তথ্য ও সহায়তা পাবেন। ভয়েস বা টেক্সটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ, অর্থপ্রদান, বিমানের সময়সূচি, আবাসন, লাগেজ সংক্রান্ত তথ্য এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা পাওয়া যাবে। এর ফলে প্রথমবারের হজযাত্রী ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক মনে করছে।

ভবিষ্যতে সৌদি আরবের ‘নুসুক’ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে এই প্রযুক্তি সংযুক্ত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভারত ও সৌদি আরবের পরিষেবা ব্যবস্থার মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান আরও দ্রুত ও নির্ভুল হবে।

এদিকে, হজ-২০২৭-এর জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার পোর্টাল এবং ‘হজ সুবিধা’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। নতুন নীতিতে কলকাতাকে সংক্ষিপ্ত হজ প্যাকেজের অতিরিক্ত এমবার্কেশন পয়েন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রেও আরও কঠোর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে। কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীদের জন্য আরও স্বচ্ছ, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিষেবা নিশ্চিত করাই কেন্দ্রের লক্ষ্য। তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই যে এই পদক্ষেপ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এ আই ইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে। দাবি বিশেষজ্ঞদের।

বৃষ্টির সন্ধানে ক্রৌঞ্চ মিথুন , শিবাজী লাহিড়ীর তোলা।

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, মালদা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল– kashmiradas20@gmail.com।
এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই।